ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 06 JUL 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 3 ...

125

পাবলিক লাইব্রেরীর হাল-হকিকত

প্রায় চার দশক পূর্বে সদ্য-জাত পূর্ব পাকিস্তানে পাঠাগারের বর্ধিষ্ণু চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় ভিত্তিতে ঢাকার শাহবাগে পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালের আপতনে পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে ঠিকই কিন্তু সেদিনের সেই পাবলিক লাইব্রেরীর প্রৌঢ় অস্তিত্বে আজো লাগেনি তেমন কোন সংস্কার বা উন্নয়নের পরশ, বরং যাত্রকালীন কলেবরের সুষ্ঠু সংরক্ষণাবেক্ষণেরই কোন প্রয়াস নেই। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিংবা সাধারণ 'পাবলিক' (যাদের জন্যে এর প্রতিষ্ঠা) কারোরই কোন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য নেই।

লাইব্রেরীতে প্রবেশের পূর্বেই এর অপরিচ্ছন্ন অবয়ব যে কোন রুচিবান পাঠকের জ্ঞানান্বেষী চিত্তের বিভ্রম ঘটায় সহজেই। সিরামিক ইটের লাল দেয়ালে কিংবা মেঝেতে ইতস্তত: ছড়িয়ে থাকা পানের চুন, পিক, কাশি থু থু-সর্দির মতো নোংরা বস্তুগুলো যখন আমাদের নাগরিক রুচিবোধের দিগম্বর দশাকে প্রকটিত করে, তখন জ্ঞানচর্চার মানসিকতায় যে তেতো নুনের ছিটা লাগে, এ বলাই বাহুল্য।

পাবলিক লাইব্রেরীর টয়লেটটির দুরবস্থা লেখনিতে যথোচিত প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার। এবারে পাঠকদের কথায় আসা যাক। পাঠাগারের বইগুলোর দৈন্য-দশা নিয়ে বহুবার লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু এব্যাপারে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। জানিনা পুস্তক-সন্দর্শনে কিছু কিছু 'পাঠকের' জ্ঞান-পিপাসা পৃষ্ঠা-কর্তন পিপাসায় রূপান্তরিত হয় কিনা, তবে প্রায় প্রতিদিনই বইয়ের পাতায় চলছে ব্লেডের আক্রমণ।

বেশীর ভাগ বইয়ের পাতা অশ্লীল মন্তব্য আর ব্যক্তিগত আলোচনায় ঠাসা। ধিক সে সকল পাঠককে, যারা বইকে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের নোটিশ পাটা জ্ঞান করেন এবং পাতা ছিঁড়তে প্রবৃত্ত হন। এদের জ্ঞানপাপী বলতে কোন দ্বিধা নেই।

বইয়ের পাতায় এরূপ আক্রমণ ঠেকাতে কর্তৃপক্ষের যেন কোন গরজ নেই। প্রতিবেশী দেশের দিল্লী ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আছে ক্লোজ-সার্কিট টি,ভি। এখানে সার্ভিল্যান্স ডিভাইস না থাকুক, সাধারণ প্রয়োজনীয় মনিটরিং কাউন্টারও নেই। এ কাজে নিয়োজিত গুটিকয়েক কর্মচারী প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। সুতরাং তারা প্রবেশ-পথে সংরক্ষিত আসনগুলোতে বসে ঝিমোতেই বেশী আগ্রহী, টহল দিতে নয়। এই সমস্যা নিরসনে পাঠকক্ষের অন্তত: দু'দিকে দুটি কাউন্টার থাকা দরকার, যেখান থেকে কর্মচারীরা পাঠকদের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখতে পারেন। সে জন্যে কর্মচারী সংখ্যাও পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়ানো দরকার।

আরো বড় অভিযোগ আছে বইগুলোর সাম্প্রতিক সংস্করণ নিয়ে। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে চিন্তাজগতে প্রতিনিয়ত ঘটছে বিবর্তন, সেই সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও যোগ হচ্ছে নতুন তত্ত্ব ও চিন্তাধারা; অথচ লাইব্রেরীর বইগুলো যেনো পুরাতনকে আঁকড়ে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বিশেষত: বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং আইন শাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি শাখার বেশ কিছু বই একেবারেই বাতিলযোগ্য।

সুতরাং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আরজ, এ ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা নিন। সম্পত্তি মাত্রেরই ব্যবহারজনিত ক্ষয় হয়ে থাকে, যাকে 'অপচয়' (Depreciation) বলা হয়। সুতরাং সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ না থাকলে চলবে কিভাবে? শুধু বক্তৃতাধর্মী কথামালা পাবলিক লাইব্রেরীর দুর্দশা অপনোদনে সহায়ক হবে না। চাই সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার বাস্তবায়ন।

ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী,
৫৫/এইচ, আজিমপুর কলোনী,
ঢাকা-১২০৫।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে অনিয়ম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদে অধুনা বি, বি, এ কোর্স চালু হয়েছে। উক্ত কোর্সে ভর্তির জন্য আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি এবং মেধা তালিকায় নির্বাচিত হইনি। অপেক্ষমাণ তালিকায় আমার নাম ছিল। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে ভর্তি হতে না পারলেও দু:খিত হইনি এজন্য যে, সীমিত আসনের জন্য আমরা বিপুল সংখ্যক ভর্তিচ্ছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। আমি বিশ্বাস করতাম; যারা ভর্তি হয়েছে তারা সবাই আমার চেয়ে মেধাবী। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, ১২৫০ রোল নম্বরধারী একজন ভর্তিচ্ছু সম্প্রতি ভর্তি হয়েছে- যার নাম মেধা-তালিকা তো দূরের কথা, অপেক্ষমাণ তালিকায়ও ছিল না। যদি এভাবে কারচুপি চলতে থাকে তবে দেশের অবস্থা দাঁড়াবে কি? অযোগ্য ব্যক্তিরাই দেশের শীর্ষস্থানের অধিকারী হবে না কি? উল্লেখ্য, মার্কসীটে কারচুপি ধরা পড়ায় একজন ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অনুরূপ ব্যবস্থা ভুয়া ভর্তির বিরুদ্ধে গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রফিকুল ইসলাম (ভর্তিচ্ছু);
লালপাড়া, চট্টগ্রাম।

একজন শিক্ষকের আত্মগ্লানি

আমি একটি বেসরকারী কলেজের শিক্ষক। বেশ সচ্ছল কলেজ, জমজমাট ছাত্র-ছাত্রী, চমৎকার ঘর-দোর; চোখ জুড়ানো সবুজ ঘেরা পাহাড়ী পরিবেশ। অর্থনৈতিক দুর্দশা নেই। সরকার যা দেন, নিজেরা আরও বেশী পাই। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ে বাধ্যতামূলক কোচিং ফি বাবদ বছরে প্রত্যেকে আমরা বারো থেকে পনের হাজার টাকা পাই। এটা একেবারে নির্জলা পাওনা। আরো অনেক আছে। গোল বাধালো চলতি এইচএসসি পরীক্ষাটি। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিদর্শক প্রবরদের ঝটিকা সফর সাটুরিয়ার ঘূর্ণিঝড়ের চেয়েও বেশি ভয়াবহ মনে হলো আমাদের কাছে। প্রথম দিনে মাত্র একজন পরিদর্শক দু'তিন দফা ঘুরে অবস্থা অনুমান করে গেলেন। দ্বিতীয় দিনে সদলবলে তরুণ, সপ্রতিভ চটপটে ম্যাজিষ্ট্রেটবর্গ মাত্র আধ ঘন্টায় দু'তিন বস্তা উদ্ধার করে চলে গেলেন। তাদের সঙ্গে প্রহরা ছিল পর্যাপ্ত। তবু একটি ঘন্টা সময় তাদের হয়নি। হয়না। প্রাণভরে তারা চোখ রাঙিয়ে ধিক্কার দিয়ে গেলেন শিক্ষকদের। বহিষ্কৃত হলো বিস্তর ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক। শিক্ষক কম কিসে? আমরাও ব্যবস্থা নিতে জানি। পরের দিন পরীক্ষা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র নেতৃবৃন্দের সহায়তায় (নাকি নির্দেশে?) আমরা প্রতি কক্ষে ঘোষণা দিলাম, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেখে বাড়তি জঞ্জাল ফেলে দাও। পিয়নরা তৎপর, বস্তা বোঝাই হয়ে বাড়তি বোঝা বেরিয়ে গেল। তারপরও আমরা সতর্ক। প্রয়োজন ফুরানো মাত্র বাড়তি জঞ্জাল--না-না, জানালার বাইরে কদাপি নয়, ভেতরেই বাতিল কর--আমি তো তোমারি পাশে রয়েছি। বাইরে বৃষ্টি অঝোর ধারে--এত সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না--প্রশাসনের দায়িত্ব শেষ মোটামুটি। আমাদেরও অব্যাহতি।

জনৈক ভাগ্যহত কলঙ্কিত
শিক্ষক
চট্টগ্রাম।

আদর্শ বিদ্যালয়টির মেরামত চাই

বরগুনা জেলার বামনা উপজেলাধীন আমতলী গ্রামের একমাত্র বিদ্যাপীঠ আমতলী সরকারী প্রা: বিদ্যালয়। বহুযুগ ধরে এর সুনাম অক্ষুন্ন রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত সাত বছরে (১৯৮২-১৯৮৮) এই বিদ্যালয় হতে মোট ১৭ জন বৃত্তিলাভ করেছে। কিন্তু বর্তমানে উপজেলার অন্যতম বিদ্যালয়টি মেরামতের অভাবে অবহেলিত। যে কোন সময় এর ছাদ ধসে যাবার আশংকা রয়েছে। প্রায় ৩/৪ বছর ধরে স্কুল ঘরটির মেরামতের আশ্বাস দেয়া হচ্ছে কিন্তু কোন বাস্তব পদক্ষেপ আজও গ্রহণ করা হয়নি।

বিষয়টির প্রতি আমরা পুনরায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশু ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

মো: আ: ছালাম সিকদার,
স্নাতক বিজ্ঞান, ঢাকা কলেজ।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় চাই

শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের উন্নতি একান্ত অপরিহার্য। সুশিক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়া শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্ভব নয়। এমনিতেই আমাদের দেশের শিক্ষক সমাজ অর্থনৈতিক দুরবস্থার ভেতর দিন অতিবাহিত করেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে তারা সংসার চালাবেন না প্রশিক্ষণ নেবে? বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর জেলার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিতে হলে ঢাকা, খুলনা, যশোহর কিংবা অন্যত্র যেতে হয়। তাছাড়া দূরদূরান্ত থেকে গিয়ে সিট পাওয়া দুষ্কর। উক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য অত্র এলাকায় কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় নেই।

অতএব অত্র এলাকায় একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আ,ব,ম মহিউদ্দীন খান চৌধুরী
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
দক্ষিণ বাংলা উন্নয়ন পরিষদ,
১/এ, কলেজ ষ্ট্রীট, ঢাকা।